একই নম্বর ও তারিখের স্থলাভিষিক্ত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (NSC) ভবন, লেভেল-১৫
৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।
www.ccie.gov.bd

গণবিজ্ঞপ্তি নং-৩৩(২০১৫-২০১৮)/আমদানি
(আমদানি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ)

তারিখঃ ২৩ মাঘ ১৪২৬ / ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০

আমদানি নীতি আদেশ, ২০১৫-২০১৮ এর অনুচ্ছেদ ২৬ (১৫) এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, এ গণবিজ্ঞপ্তির অনুচ্ছেদ ৬ এ বর্ণিত শর্তাবলী ও আমদানি নীতি আদেশের বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন সাপেক্ষে (শিল্প খাতে নিবন্ধিত আমদানিকারক ব্যতীত) সকল নিবন্ধিত আমদানিকারকগণের মধ্য হতে অনুচ্ছেদ-২ এ বর্ণিত জেলার নিবন্ধিত আমদানিকারকগণ কর্তৃক ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে নগদ বৈদেশিক মুদ্রার আওতায় সংশ্লিষ্ট আমদানি ও রপ্তানি আঞ্চলিক দপ্তর হতে ইস্যুকৃত পূর্বানুমতিপত্রের ভিত্তিতে পুরাতন কাপড় আমদানি করা যাবে।

২। **জেলাওয়ারি জনসংখ্যার ভিত্তিতে পুরাতন কাপড়ের আমদানিকারক নির্বাচনঃ-**

(১) জনসংখ্যার ভিত্তিতে সমগ্র বাংলাদেশের জেলা কোটায় মোট ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) জন আমদানিকারক জেলা কমিটি কর্তৃক প্রকাশ্য লটারির মাধ্যমে নির্বাচন করা হবে। এই শ্রেণীর আমদানিকারকদের জন্য জেলাওয়ারি সংখ্যা (কোটা) নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

ক্রমিক	সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক আমদানি ও রপ্তানি দপ্তরের নাম	সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের আওতাধীন জেলার নাম	আমদানিকারকের সংখ্যা (কোটা)
১	২	৩	৪
১	আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, ঢাকা।	(১) ঢাকা মহানগরীসহ ঢাকা জেলা	৪০১
		(২) গাজীপুর	১১৪
		(৩) মানিকগঞ্জ	৪৯
		(৪) মুন্সীগঞ্জ	৪৮
		(৫) নরসিংদী	৭৭
		(৬) নারায়ণগঞ্জ	৯২
		(৭) ফরিদপুর	৬৭
		(৮) রাজবাড়ী	৩৭
		(৯) গোপালগঞ্জ	৪৩
		(১০) মাদারীপুর	৪১
		(১১) শরিয়তপুর	৪২
		(১২) টাঙ্গাইল	১২৮
		মোট	**১১৩৯**
২	আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, চট্টগ্রাম।	(১৩) চট্টগ্রাম	২৫৬
		(১৪) কক্সবাজার	৭৬
		(১৫) বান্দরবান	১৪
		(১৬) খাগড়াছড়ি	২২
		(১৭) রাংগামাটি	২০
		(১৮) ফেনী	৪৬
		(১৯) লক্ষ্মীপুর	৬১
		(২০) নোয়াখালী	১০৯
		মোট	**৬০৪**
৩	আমদানি ও রপ্তানি যুগ্ম-নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, খুলনা।	(২১) যশোর	৯৬
		(২২) ঝিনাইদহ	৬১
		(২৩) মাগুরা	৩১
		(২৪) নড়াইল	২৫
		(২৫) বাগেরহাট	৫৫
		(২৬) খুলনা	৮৩
		(২৭) সাতক্ষীরা	৭৩
		(২৮) চুয়াডাংগা	৩৯
		(২৯) কুষ্টিয়া	৬৭
		(৩০) মেহেরপুর	২৩
		মোট	**৫৫৩**

চলমান পাতা-২

ক্রমিক	সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক আমদানি ও রপ্তানি দপ্তরের নাম	সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের আওতাধীন জেলার নাম	আমদানিকারকের সংখ্যা (কোটা)
১	২	৩	৪
৪	আমদানি ও রপ্তানি যুগ্ম-নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, রাজশাহী।	(৩১) নাটোর	৬০
		(৩২) চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৫৭
		(৩৩) রাজশাহী	৮৭
		মোট	**২০৪**
৫	আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, বরিশাল।	(৩৪) বরিশাল	৮৪
		(৩৫) ঝালকাঠী	২৫
		(৩৬) পিরোজপুর	৪০
		(৩৭) পটুয়াখালী	৫৮
		(৩৮) বরগুনা	৩২
		(৩৯) ভোলা	৬৬
		মোট	**৩০৫**
৬	আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, সিলেট।	(৪০) হবিগঞ্জ	৭০
		(৪১) মৌলভীবাজার	৬২
		(৪২) সুনামগঞ্জ	৮৫
		(৪৩) সিলেট	১১২
		মোট	**৩২৯**
৭	আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, কুমিলম্না।	(৪৪) ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	৯৭
		(৪৫) চাঁদপুর	৮৬
		(৪৬) কুমিল্লা	১৮৮
		মোট	**৩৭১**
৮	আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, দিনাজপুর।	(৪৭) দিনাজপুর	১০৩
		(৪৮) পঞ্চগড়	৩৬
		(৪৯) ঠাকুরগাঁও	৪৯
		মোট	**১৮৮**
৯	আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, ময়মনসিংহ।	(৫০) জামালপুর	৮৩
		(৫১) শেরপুর	৪৯
		(৫২) কিশোরগঞ্জ	১০২
		(৫৩) ময়মনসিংহ	১৮৩
		(৫৪) নেত্রকোনা	৭৯
		মোট	**৪৯৬**
১০	আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, পাবনা।	(৫৫) পাবনা	৯১
১১	আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, রংপুর।	(৫৬) গাইবান্ধা	৮৪
		(৫৭) কুড়িগ্রাম	৭৪
		(৫৮) লালমনিরহাট	৪২
		(৫৯) নীলফামারী	৬৫
		(৬০) রংপুর	১০২
		মোট	**৪৫৮**
১২	আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, বগুড়া।	(৬১) বগুড়া	১২০
		(৬২) জয়পুরহাট	৩২
		মোট	**১৫২**
১৩	আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, নওগাঁ।	(৬৩) নওগাঁ	৯০
১৪	আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, সিরাজগঞ্জ।	(৬৪) সিরাজগঞ্জ	১১১
		সর্বমোট=	**৫,০০০ (পাঁচ হাজার)**

(২) আমদানি নীতি আদেশে বর্ণিত জেলা কমিটির মাধ্যমে প্রকাশ্য লটারী অনুষ্ঠিত হবে।

৩। সংশ্লিষ্ট আমদানিকারকগণের আমদানি নিবন্ধন সনদ (আইআরসি) অনুসারে রেকর্ডকৃত ঠিকানা যে জেলার আওতাধীন হবে কেবলমাত্র সে জেলার নির্ধারিত কোটার মধ্যেই পুরাতন কাপড়ের আমদানিকারক হিসাবে নির্বাচনের জন্য তারা আবেদন করতে পারবেন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের দপ্তরেই তাদেরকে দরখাস্ত দাখিল করতে হবে। ঢাকা মহানগরীর আবেদনকারীগণকে ঢাকা জেলা প্রশাসকের দপ্তরে এবং ভৈরব বাজারের আবেদনকারীগণকে কিশোরগঞ্জের জেলা প্রশাসকের দপ্তরে দরখাস্ত দাখিল করতে হবে।

চলমান পাতা-৩

৪। প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন ও আগ্রহী আমদানিকারকগণ আগামী **২৯ মার্চ ২০২০** তারিখের মধ্যে নিম্নের ছক অনুসারে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অফিস চলাকালীন সময়ে পুরাতন কাপড়ের আমদানিকারক হিসাবে নির্বাচনের জন্য আবেদনপত্র দাখিল করতে পারবেন।

"দরখাস্তের ছক"

(১) (ক) আবেদনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম (আমদানি নিবন্ধন সনদপত্র অনুযায়ী):-
(খ) নিবন্ধন সনদপত্র নম্বর এবং আমদানিকারকের শ্রেণী:-

(২) (ক) আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের স্বত্ত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ব্যবস্থাপনা অংশীদারের নাম:-
(খ) উপরের (ক)-তে উল্লিখিত ব্যক্তির পিতার নাম:-

(৩) আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা (নিবন্ধন সনদপত্র অনুযায়ী):-

(৪) ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য বৈধ ট্রেড লাইসেন্সের নম্বরঃ

(৫) ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের আমদানি নিবন্ধন সনদপত্রের নম্বরঃ (OLM সনদপত্রের অনুলিপি দাখিল করতে হবে)

(৬) আয়কর দাতা হিসাবে TIN/e-TIN নং-

(৭) মনোনীত ব্যাংকের নাম ও ঠিকানাঃ-

(৮) পৃথক কাগজে আবেদনকারীর ৫ (পাঁচ) টি নমুনা স্বাক্ষর (মনোনীত ব্যাংকের ম্যানেজার/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নামের সীল স্বাক্ষরসহ যথাযথভাবে সত্যায়িত):- দাখিল করলাম।

আবেদনকারীর স্বাক্ষরঃ
তারিখঃ নামঃ
স্থানঃ পদবীঃ

৫। জেলা কমিটি কর্তৃক প্রকাশ্য লটারির মাধ্যমে পুরাতন কাপড়ের প্রয়োজনীয় সংখ্যক আমদানিকারক নির্বাচনের পর পরই জেলা কমিটিসমূহ নির্বাচিত আমদানিকারকদের নাম, ঠিকানা, আইআরসি নম্বর, ব্যাংকের নাম ইত্যাদি তথ্য সম্বলিত একটি তালিকা **১৬ এপ্রিল ২০২০** তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক আমদানি ও রপ্তানি দপ্তরের নিকট প্রেরণ করবে। উক্ত তালিকার ১টি স্বাক্ষরিত অনুলিপি প্রধান নিয়ন্ত্রক, আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (NSC) ভবন, লেভেল-১৫, ৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ এর বরাবরে প্রেরণ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক আমদানি ও রপ্তানি দপ্তর সর্বশেষ **৩০ এপ্রিল ২০২০** তারিখের মধ্যে পুর্বানুমতি পত্র জারি সম্পন্ন করবেন।

৬। **২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে পুরাতন কাপড় আমদানির জন্য নিম্নোক্ত শর্তাবলী প্রযোজ্য হবেঃ-**

(১) কেবল কম্বল, সুয়েটার, লেডিস কার্ডিগ্যান, জিপার জ্যাকেটসহ পুরুষের জ্যাকেট, পুরুষের ট্রাউজার এবং সিনথেটিক ও ব্লেন্ডেড কাপড়ের শার্ট পুরাতন কাপড় হিসাবে আমদানিযোগ্য হবে। অন্য কোন প্রকার পুরাতন কাপড় আমদানি করা যাবে না।

(২) প্রত্যেক আমদানিকারকের হিস্যা অনুর্ধ্ব ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা হবে, তবে শর্ত থাকে যে, আমদানিকৃত পুরাতন কাপড়ের মূল্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত মূল্যের সাথে সংগতিপূর্ণ হতে হবে। উল্লিখিত হিস্যার মধ্যে পুরাতন কাপড় আমদানির সর্বোচ্চ পরিমাণ নিম্নে সংশ্লিষ্ট পণ্যের পার্শ্বে বর্ণিত ওজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবেঃ

(ক) কম্বল - ২ (দুই) মেঃ টন।
(খ) সুয়েটার - ৬ (ছয়) মেঃ টন।
(গ) লেডিস কার্ডিগ্যান - ৬ (ছয়) মেঃ টন।
(ঘ) জীপার জ্যাকেটসহ পুরুষের জ্যাকেট - ৬ (ছয়) মেঃ টন।
(ঙ) পুরুষের ট্রাউজার - ৬ (ছয়) মেঃ টন।
(চ) সিনথেটিক ও ব্লেন্ডেড কাপড়ের শার্ট - ২ (দুই) মেঃ টন।

কোন একজন আমদানিকারক উল্লিখিত ছয় (৬) টি পণ্যের মধ্যে একাধিক পণ্য আমদানি করতে চাইলে সেক্ষেত্রে তার প্রাপ্য ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকার সামগ্রিক হিস্যার মধ্যে সংশ্লিষ্ট পণ্যগুলোর মূল্যের আনুপাতিক হারে নিরূপিত ওজনের মধ্যেই সেগুলোর আমদানি সীমাবদ্ধ থাকবে।

(৩) পুরানো/পরিত্যাক্ত কাপড় আমদানির মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে যাতে কোন প্রকার রোগ-জীবানু প্রবেশ করতে না পারে সে লক্ষ্যে আমদানিতব্য পুরাতন কাপড় যথাযথ প্রক্রিয়ায় রোগ-জীবানু মুক্তকরণ সংক্রান্ত রপ্তানিকারক দেশের স্বাস্থ্য/স্যানিটারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সনদ আমদানি সংশ্লিষ্ট দলিলাদির সাথে বাধ্যতামূলকভাবে শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করতে হবে।

(৪) কেবলমাত্র নগদ বৈদেশিক মুদ্রার অধীনে পুরাতন কাপড় আমদানি করা যাবে।

(৫) আমদানি নীতি আদেশ, ২০১৫-২০১৮ এর ২৬ (১৫) অনুচ্ছেদে বর্ণিত এতদসংক্রান্ত অন্যান্য সকল শর্তাদি অপরিবর্তিত থাকবে।

(৬) ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে পুরাতন কাপড় আমদানির জন্য **৩১ মে ২০২০** তারিখের মধ্যে ঋণপত্র খুলতে হবে এবং **৩১ আগস্ট ২০২০** তারিখের মধ্যে পণ্য জাহাজীকরণ করতে হবে।

(৭) নির্বাচিত সকল আমদানিকারক আমদানিকৃত পুরাতন কাপড় নিজ নিজ জেলায় নিয়ে বিক্রয় করতে বাধ্য থাকবেন। এ বিষয়টি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন কর্তৃক নিশ্চিত করতে হবে।

(৮) নির্বাচিত আমদানিকারকদের অনুকূলে আঞ্চলিক আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ দপ্তর কর্তৃক ইস্যুকৃত পুর্বানুমতিপত্রে মনোনীত ব্যাংকের নাম ও ঠিকানা উল্লেখ করে দেয়া হবে এবং কেবলমাত্র উল্লিখিত ব্যাংক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট আমদানিকারকের অনুকূলে এলসিএ ফরম ইস্যু করা হবে।

(৯) যে সকল আমদানিকারক ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে উপর্যুক্ত পদ্ধতিতে পুরাতন কাপড় আমদানির যোগ্যতা অর্জন করবেন, তারা বর্তমান আমদানি নীতি আদেশ, ২০১৫-২০১৮ এর পরিশিষ্ট-২ এ উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসারে যৌথভাবে আমদানির জন্য গোষ্ঠীভুক্ত হতে পারবেন।

(১০) যদি কোন আমদানিকারক অথবা ঋণপত্র প্রতিষ্ঠাকারী ব্যাংক কর্তৃক তথ্য গোপন করে মিথ্যাচারের মাধ্যমে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে পুরাতন কাপড় আমদানির জন্য নির্দিষ্ট আমদানিযোগ্য ৬ (ছয়) প্রকারের পুরাতন কাপড় ব্যতিরেকে অন্য কোন কাপড় কিংবা পণ্য আমদানি করা হলে শুল্ক কর্তৃপক্ষ বে-আইনীভাবে আমদানিকৃত পণ্য বাজেয়াপ্ত করবে। বে-আইনী কার্যক্রমের জন্য দায়ী আমদানিকারক ও ঋণপত্র প্রতিষ্ঠাকারী ব্যাংকের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

Fatema K.
18.02.20
(মোছাঃ ফাতেমা খাতুন)
সহকারী নিয়ন্ত্রক
আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের পক্ষে, ঢাকা।
ac2.ho@ccie.gov.bd